ইউনিট ৩

বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও এর প্রভাব

ভূমিকা

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সৃষ্টি। তবে দেশটির অবস্থান প্রাচীনকাল থেকেই ছিল। তাই দেশটির রয়েছে সুপ্রাচীন ঐতিহ্য। বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশের অবস্থান এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণে। এর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের নীল জলরাশি। দক্ষিণ-পূর্বে মায়ানমার এবং বাকি পুরো দেশটির সীমারেখা ঘিরে আছে ভারত। বাংলাদেশের বুক জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে ছোট-বড় অসংখ্য নদ-নদী ও খাল-বিল। প্রায় পুরোটা জনপদই সমতল। কিছু কিছু পাহাড়ি বনাঞ্চলও রয়েছে। চির সবুজে ঘেরা শস্য-শ্যামলা নাতি-শীতোষ্ণ দেশটি মানুষ বসবাসের জন্য এক চমৎকার আবাসভূমি। তাই সামগ্রিক ভৌগোলিক প্রভাবের কারণে এদেশবাসী সাধারণত শান্ত-কোমল এবং স্বাধীনচেতা। এই ইউনিটে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, বৈশিষ্ট্য ও জনজীবনে এর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ–

- ➔ পাঠ ১ : বাংলাদেশের অবস্থান ও পরিচিতি
- ➔ পাঠ ২ : বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও এর প্রভাব

পাঠ-১ : বাংলাদেশের অবস্থান ও পরিচিতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি -

☞ বাংলাদেশের অবস্থান বলতে পারবেন।

☞ বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচয় দিতে পারবেন।

☞ বাংলাদেশের নদ-নদীর বিবরণ দিতে পারবেন।

১.১ বাংলাদেশের অবস্থান

বিশ্ব মানচিত্রে এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অবস্থান। দক্ষিণ সীমায় বঙ্গোপসাগরের নীল জলরাশি ছাড়াও ছোট্ট দেশটির বাকি সীমারেখা ঘিরে রেখেছে ভারত।

উত্তর সীমা

বাংলাদেশের উত্তর সীমায় রয়েছে ভারতের বিশাল হিমালয় পর্বত। উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়, অরুণাচল ও আসাম রাজ্য।

পূর্ব সীমা

এদেশের পূর্ব প্রান্তে রয়েছে ছোট-বড় অনেক পাহাড়। বিশেষ করে এখানে আসাম, খাসিয়া, জয়ন্তিকা, ত্রিপুরা, মায়ানমার আর চট্টগ্রামের পাহাড় রয়েছে।

দক্ষিণ সীমা

বাংলাদেশের দক্ষিণ প্রান্তে রয়েছে বিশাল বঙ্গোপসাগরের নীল জলরাশি।

পশ্চিম সীমা

বাংলাদেশের পশ্চিম সীমানায় রয়েছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও রাজমহলের পাহাড়ি এলাকা। এছাড়াও পশ্চিমের সীমারেখায় সাঁওতাল পরগনা, ঝাড়খণ্ড ও ময়ূরভঙ্গের ঘন জঙ্গল রয়েছে।

প্রাচীনকাল থেকে অনেকবার বাংলাদেশের রাজনৈতিক পালাবদল ঘটেছে। এর ফলে সীমারেখারও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। শাসন কার্যের সুবিধার জন্য ইংরেজ আমলেই কয়েকবার বিভিন্ন প্রদেশের সাথে বাংলার কোন কোন অংশ যুক্ত হয়েছিল।

ইংরেজরা ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাবার পর বাংলাদেশ দু'ভাগে বিভক্ত হয়। এর পশ্চিমাঞ্চল ভারতের সাথে এবং পূর্বাংশ পূর্ব পাকিস্তান নামে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এ দেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

বাংলাদেশের মোট আয়তন প্রায় ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার। অথচ জনসংখ্যা প্রায় পনের কোটি। বাংলাদেশের সীমারেখা বহুবার পরিবর্তিত হয়েছে। অনেক চড়াই উৎরাই পার হয়ে এদেশ ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় লাভ করে। এর ফলে বাংলাদেশের নিজস্ব সুনির্দিষ্ট সীমারেখা গড়ে ওঠে। ভৌগোলিক মানচিত্রে বাংলাদেশে অবস্থান সংকীর্ণ হলেও এর ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব অনেক বেশি।

বাংলাদেশের মানচিত্র

১.২ বাংলাদেশের নদ-নদী

নদীমাতৃক বাংলাদেশের বুক জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য নদ-নদী ও খাল-বিল। বাংলাদেশের বড় বড় নদীর মূল উৎস দেশের বাইরে। নিচু অঞ্চল বলে বাংলাদেশের বুক চিরে নদীগুলো বয়ে চলে ক্রমে সাগর পানে গিয়ে মিশেছে।

মূল নদীসমূহ

বাংলাদেশের অসংখ্য নদ-নদীর কতিপয় মূল নদী রয়েছে। মূল নদীগুলো হলো- গঙ্গা, ব্রক্ষপুত্র, মেঘনা, তিস্তা ও করতোয়া। এই মূল নদীসমূহের শাখা নদী ও উপনদী বয়ে গেছে চারদিকে।

ব্রক্ষপুত্র

বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নদ ব্রক্ষপুত্র। প্রাচীনকালে এর নাম ছিল লৌহিত্য। হিমালয়ের উত্তরে মানস সরোবর থেকে উৎপন্ন হয়ে এ নদ ময়মনসিংহের ভেতর দিয়ে ঢাকার সোনারগাঁ পর্যন্ত প্রবাহিত।

যমুনা

যমুনা বাংলাদেশের বড় নদীসমূহের একটি। ব্রক্ষপুত্রের একটি শাখা হিসেবে এ নদীটি যমুনা নাম ধারণ করে প্রবাহিত হয়ে পদ্মা নদীতে মিশেছে।

মেঘনা

মেঘনা বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নদী। মেঘনা নদীর উৎপত্তি খাসিয়া-জয়ন্তিয়া পাহাড়ে। এর একটি শাখা সুরমা নদী নামে প্রবাহিত হয়েছে। অপর শাখা মেঘনা নাম নিয়েই ভৈরব বাজারের নিকট ব্রক্ষপুত্রের সাথে মিশেছে। এরপর গতি হয়েছে দক্ষিণমুখী। অবশেষে মিশে গিয়েছে বঙ্গোপসাগরের বিশাল বুকে।

করতোয়া

বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য আরেকটি নদী হলো করতোয়া। এ নদীটি এখন শুকিয়ে ছোট্ট হয়ে গেছে। প্রাচীনকালে এটি বেশ বড় নদী ছিল। ভূটানের কাছে হিমালয় পাহাড়ে এর জন্ম।

প্রথমদিকে তিস্তা নাম নিয়ে নদীটি বাংলাদেশে প্রবেশ করে। পরে এর তিনটি ধারা তিন দিকে চলে যায়। পূর্বদিক থেকে দক্ষিণে বয়ে যাওয়া স্রোতটির নাম করতোয়া। মধ্যের ধারা আত্রাই নদী নামে পরিচিত হয়। আর পশ্চিমের ধারার নাম পূনর্ভবা নদী।

১.৩ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নদ-নদীর প্রভাব

নদীমাতৃক বাংলাদেশের বিরাট সমভূমির মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীগুলো বয়ে এনেছে পলিমাটি। ফলে এদেশের মাটি উর্বর হয়ে উঠেছে। উর্বর মাটিতে পর্যাপ্ত ফসল ফলে আমাদের দেশ হয়েছে শস্য-শ্যামলা। বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার একটি বড় মাধ্যম হলো নদীপথ। সেজন্য এদেশের মানুষ নৌকা চালনায় বেশি দক্ষ। মানুষ ও মালামাল পরিবহনে এদেশে নৌপথের ভূমিকা সর্বাধিক। তাই এ দেশের অর্থনীতিতে নদ-নদীর প্রভাব অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

হাজার হাজার নদীর নেটওয়ার্কে বাঁধা বাংলাদেশ। উপরিল্লিখিত বড় নদীসমূহ ব্যতীত এদেশে রয়েছে কপোতাক্ষ, রূপসা, ধানসিঁড়ি, গড়াই, আড়িয়াল খাঁ, ধলেশ্বরী, শিবশা, কীর্তনখোলা, তেঁতুলিয়া, কর্ণফুলী, বুড়িগঙ্গা ইত্যাদির মতো অসংখ্য নদ-নদী। এত সংকীর্ণ পরিসরে এত অধিক সংখ্যক নদ-নদী পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশ ভারতীয় উপমহাদেশের সর্ব পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। এর যেমন সুপ্রাচীন ভূ-ভাগ রয়েছে তেমনি নব-সৃষ্ট ভূ-ভাগও বিদ্যমান। এছাড়া বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপাঞ্চল হিসেবে পরিচিত। এর দক্ষিণে উন্মুক্ত সমুদ্র দ্বার বিদ্যমান। এদেশ মৌসুমী জলবায়ুর প্রভাবাধীন বৃষ্টিবহুল অঞ্চল। অসংখ্য নদ-নদীর অস্তিত্ব বাংলাদেশকে বিরল ভূবৈশিষ্ট্যের অধিকারী করেছে। সবকিছু মিলিয়ে বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যাবলি খুবই আকর্ষণীয় এবং এগুলো বাংলাদেশকে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য প্রদান করেছে।

সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশ উপমহাদেশের পূর্বদিকে অবস্থিত। আবহমান কাল থেকে এদেশের ভৌগোলিক সীমানা বহুবার পরিবর্তিত হয়েছে। পাহাড়, পর্বত, অরণ্যাঞ্চল, সমুদ্র ইত্যাদিতে দেশটি ঘেরা। এদেশের বুক জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য নদ-নদী। বাংলাদেশ তাই নদীর দেশ। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, তিস্তা, করতোয়া, মহানন্দা ইত্যাদি প্রধান প্রধান নদী। গঙ্গার দক্ষিণ মুখী প্রবাহ পথটি পদ্মা নামে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এবং এর অসংখ্য স্রোতধারা দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে সৃষ্টি করেছে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার জলমগ্ন এলাকা। সবকিছু মিলিয়ে ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যাবলি বাংলাদেশকে একটি আঞ্চলিক স্বাতন্ত্রতা দান করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৩.১

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

এক কথায় উত্তর দিন :

১. বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশের অবস্থান কোথায়?
২. বাংলাদেশের উত্তর সীমা লিখুন।
৩. বাংলাদেশের দক্ষিণ সীমানা কি?
৪. বাংলাদেশের পশ্চিমে কি?
৫. বাংলাদেশের পূর্ব সীমানা লিখুন।
৬. কোন সালে এদেশকে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়?
৭. বাংলাদেশের মোট আয়তন কত বর্গ কিলোমিটার?
৮. বাংলাদেশের মূল নদীগুলো কি কি?
৯. মেঘনা নদীর উৎস কোথায়?
১০. পদ্মা নদীর প্রাচীন নাম কি ছিল?

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানা ও অবস্থান বর্ণনা করুন।
২. বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের পরিচয় দিন।
৩. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নদ-নদীর প্রভাব উল্লেখ করুন।

পাঠ-২ : বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও এর প্রভাব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

☞ বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

☞ জনজীবনে ভৌগোলিক প্রভাব বলতে পারবেন।

☞ রাজনৈতিক জীবনে ভৌগোলিক প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

☞ সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে ভৌগোলিক প্রভাবের ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

২.১ বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য

নদীমাতৃক বাংলাদেশের বুক জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য নদ-নদী ও খাল-বিল। পলি মাটির স্তরে গড়ে উঠেছে এদেশের ভৌগোলিক অবকাঠামো। নদী ঘেরা পলল ভূমির ভৌগোলিক অবস্থা তাই এদেশের জনজীবনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে আছে।

ভূপ্রকৃতি

এদেশের পূর্ব ও পূর্ব-দক্ষিণাংশে ছোট-বড় কিছু সংখ্যক পাহাড় আছে, তাছাড়া বাকি প্রায় সমস্ত দেশটিই সমভূমি।

উর্বর পলল ভূমি

বাংলাদেশের সমতল ভূমির মধ্য দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হয়েছে। ফলে গোটা ভূমিতে উর্বর পলিমাটি জমা হয়। আর এ কারণে এদেশের মাটি খুবই উর্বর।

নদ-নদী পরিবেষ্টিত ভূমি

ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানী প্রাচীন বাংলাদেশকে 'আব-গিরিফতা বাঙ্গালা' বলে উল্লেখ করেছেন। আব-গিরিফতা অর্থ পানি পরিবেষ্টিত। মূলত বাংলাদেশের অসংখ্য নদ-নদী জালের মতো ছড়িয়ে আছে। এত অধিক নদ-নদীর পানি দ্বারা বেষ্টিত দেশ পৃথিবীতে বিরল।

আবহাওয়া

নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য। এদেশের উত্তর দিকে বিষুবরেখা অবস্থিত। এদেশের উপর দিয়েই বয়ে গেছে কর্কটক্রান্তি রেখা। আর এজন্য এখানকার আবহাওয়া মৃদু ও নাতিশীতোষ্ণ।

২.২ জনজীবনের উপর প্রভাব

কৃষি নির্ভরতা

বাংলাদেশের ভূমি খুবই উর্বর। এজন্য এদেশের অধিবাসীরা প্রাচীনকাল থেকেই কৃষিজীবী। সুপ্রাচীনকাল থেকে এদেশ কৃষি প্রাচুর্যের জন্য বিখ্যাত। অল্প পরিশ্রমে অধিক খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়। আর এ কারণে এদেশের কৃষিনির্ভর মানুষ কিছুটা অলস ও শ্রমবিমুখ।

কোমল ও শান্ত স্বভাব

উর্বর ভূপ্রকৃতি ও মৃদু আবহাওয়া বাংলাদেশের অধিবাসীদেরকে প্রকৃতিগতভাবে কোমল ও শান্ত স্বভাবের করে গড়ে তুলেছে। বাংলাদেশীদের আবেগময় মন ও পারিবারিক সৌহার্দ্য তাদের কোমল স্বভাবের প্রমাণ বহন করে।

প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামী মন

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের দরুণ এখানে কালবৈশাখী, ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাস-প্লাবন সংঘটিত হয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে এদেশবাসীর মানসিকতা সহনশীল ও প্রাকৃতিক বিপযর্য়ের বিরুদ্ধে চির সংগ্রামী। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় তারা ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করে।

নৌ-কুশলী

নদ-নদী ও পানি দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকার কারণে বাংলাদেশের অধিবাসীরা নৌকা নির্মাণ ও পরিচালনায় দক্ষ। নৌ-যুদ্ধেও বাংলাদেশীদের সুখ্যাতি ছিল। প্রাচীন মুসলিম শাসনামলে এদেশে সুশৃঙ্খল নৌ-বহর গড়ে উঠেছিল।

জীবনধারণ প্রক্রিয়া

প্রাচীনকাল থেকে এদেশের প্রধান খাদ্যশস্য ধান। আর এদেশে মাছ খুবই সহজলভ্য। ফলে এদেশের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য হলো ভাত ও মাছ। এছাড়া সাধারণ পোশাকও এ দেশবাসীর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তাদের ঘর, বাড়ি, বাসস্থান প্রভৃতি প্রাকৃতিক পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখেই তৈরি করতে হয়।

২.৩ রাজনৈতিক জীবনে ভৌগোলিক প্রভাব

তিন দিকে পাহাড়-পর্বত এবং গভীর অরণ্য আর একদিকে সমুদ্র বাংলাদেশকে প্রাকৃতিকভাবে বেষ্টিত করে রেখেছিল। ফলে বাংলাদেশকে খুব একটা বৈদেশিক আক্রমণের মোকাবেলা করতে হয়নি। বিদেশী শক্তির লোভী দৃষ্টি থেকে প্রকৃতিই বাংলাকে আড়াল করে রেখেছিল এবং এ কারণে প্রাচীনকালে বহুদিন পর্যন্ত বাংলার স্বকীয় অস্তিত্ব অক্ষুণ্ন ছিল। উত্তর ভারত থেকে এদেশে মাত্র দুটি প্রধান পথে প্রবেশ করা যেত। একটি ত্রিহুত বা উত্তর বিহারের মধ্যদিয়ে এবং অপরটি রাজমহলের নিকট তেলিয়াগড়ের সরু পাহাড়ি পথ ধরে। ভৌগোলিক কারণেই এ পথগুলো দিয়ে বাংলায় প্রবেশ সহজসাধ্য ছিল না বলে ভারতের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ প্রাচীনকালে ঐশ্বর্যশালী বাংলাকে অধিকার করার যে প্রচেষ্টগুলো নিয়েছে সেগুলোর বেশিরভাগই ব্যর্থ হয়েছে। কখনো কখনো সাফল্য এলেও ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে তা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে নি। মৌর্য ও গুপ্ত শাসকগণ অল্প কিছুদিনের জন্য বাংলায় তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এভাবে প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক জীবন একটি নিজস্ব ধারায় গড়ে উঠতে থাকে।

২.৪ সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে প্রভাব

বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব এদেশের জনগণের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের উপরও পড়েছে। অধিবাসীদের খাদ্য তালিকা, পোশাক, ঘরবাড়ি, দৈনন্দিন জীবনাচার ইত্যাদি ভৌগোলিক অবস্থার ভিত্তিতেই অনেকাংশে গড়ে উঠেছে। এছাড়া বাংলার ভূপ্রকৃতি তার নদ-নদীর বিস্তার এবং পলিমাটির প্রাচুর্য এ দেশটিকে গড়ে তুলেছে মৃৎশিল্প চর্চার এক আদর্শ ও অনন্য ক্ষেত্র হিসেবে। প্রাচীন বাংলার ঐতিহ্যবাহী পোড়ামাটির শিল্প এখানকার ভৌগোলিক পরিবেশকে আশ্রয় করেই বিকশিত হয়েছিল।

বাংলাদেশের অবস্থানগত কারণে এ অঞ্চলের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ধর্মীয় জীবনের উপরও প্রভাব বিস্তার করেছে। উপমহাদেশের সর্বপূর্ব প্রান্তে অবস্থানের কারণে বাংলাদেশে আর্য প্রভাব এসেছে বেশ পরে। ইত্যবসরে আর্য প্রভাব হয়ে পড়েছে ক্ষীণ আর বাংলার অনার্য সত্তা দৃঢ় হবার সুযোগ পেয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ছিল এবং মধ্যযুগে এসেছে ইসলাম ধর্ম। বাংলাদেশের পরিবেশে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মে মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। প্রায় ক্ষেত্রেই উদারতা ও সহনশীলতা ধর্মীয় ক্ষেত্রে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। এবং সহ-অবস্থানের ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছে। এ সবই এ অঞ্চলের অবস্থানগত এবং ভৌগোলিক পরিবেশগত প্রভাবের ফল। বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিবেশ এখানকার নগর বন্দরের উত্থান-পতনের প্রক্রিয়ার সাথেও জড়িত। নদীর গতি পরিবর্তন এবং অন্যান্য ভৌগোলিক কারণে বহু প্রাচীন নগর বন্দরের উত্থান ও বিলুপ্তি ঘটেছে। পুন্ড্রনগর, গৌড়, বিক্রমপুর, দেবপর্বত (ময়নামতি) ইত্যাদি শহর নদীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল।

সার-সংক্ষেপ

বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যাবলি বাংলাদেশের স্বকীয় রাজনৈতিক জীবন গড়ে তুলেছে। পাহাড়-পর্বত, গভীর অরণ্য, সমুদ্র বাংলাকে বিদেশী শক্তির লোভ থেকে আড়াল করে রেখেছে। আর্থ-সামাজিক জীবনের উপর এ অঞ্চলের নদ-নদীর রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব। নদীপথে প্রাচীন অধিবাসীরা ব্যবসা করেছে, নদীর পানি সিঞ্চিত মাটিতে ফসল ফলিয়েছে, নদী থেকে অফুরন্ত মাছ সংগ্রহ করেছে। ভাটিয়ালি আর সারি গানের উৎসও হচ্ছে নদ-নদী বেষ্টিত বাংলার প্রাকৃতিক পরিবেশ। বাংলার পরিবেশে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও সহঅবস্থানের ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছে যা বাংলার আঞ্চলিক অবস্থান ও ভৌগোলিক পরিবেশগত প্রভাবের ফল। ভৌগোলিক পরিবেশ এখনকার অনেকগুলো নগর-বন্দর উত্থান-পতনের প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত। ভৌগোলিক গুরুত্ব, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও কৃষি প্রাচুর্যের কারণে বিশ্বের বিভিন্ন জাতির নিকট আকর্ষণীয় ও লোভনীয় হিসেবে বাংলাদেশ বিবেচিত হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৩.২

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসান :

১. বাংলাদেশের ভূমি খুবই —। এজন্য এদেশের অধিবাসীরা প্রাচীনকাল থেকেই —।

২. বাংলাদেশীদের আবেগময় মন ও পারিবারিক সৌহার্দ্য তাদের —— প্রমাণ বহন করে।

৩. প্রাচীনকাল থেকে এদেশের প্রধান খাদ্যশস্য —।

৪. এদেশের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য — ও —।

৫. প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ছিল এবং মধ্যযুগ এসেছে — ধর্ম।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।

২. জনজীবনে ভৌগোলিক প্রভাব বিশ্লেষণ করুন।

৩. বাংলাদেশের রাজনৈতিক জীবনে ভৌগোলিক প্রভাব আলোচনা করুন।

৪. সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে ভৌগোলিক প্রভাব ব্যাখ্যা করুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন : ৩

বিশদ উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের অবস্থান ও পরিচিতি বর্ণনা করুন এবং বাংলাদেশের নদ-নদীর বিবরণ দিয়ে জনজীবনে এর প্রভাব বর্ণনা করুন।

২. বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা দিয়ে জনজীবনে এর প্রভাব বিশ্লেষণ করুন।